

নকল নিয়ে শিক্ষকদের যে হুঁশিয়ারি দিলেন শিক্ষামন্ত্রী

অনলাইন ডেস্ক



পরীক্ষায় নকল হলে শুধু সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীকেই নয়, কেন্দ্রে দায়িত্বরত শিক্ষকদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী আনিসুল হক মিলন। তিনি বলেছেন, আসন্ন এসএসসি পরীক্ষা হবে সম্পূর্ণ নকলমুক্ত এবং প্রশ্ন ফাঁসমুক্ত। যদি কোনো কেন্দ্রে অনিয়ম প্রমাণিত হয়, তবে কেবল পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে নয়, কেন্দ্রে দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধেও আমরা বিভাগীয় কঠোর ব্যবস্থা নেব।

এবার খাতায় 'গ্রেস মার্কে'র সুযোগ নেই জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, এবার থেকে খাতায় কোনো

ধরনের ‘গ্রেস মার্ক’ বা অনুকম্পার সুযোগ থাকবে না।

ছাত্রছাত্রীরা যা লিখবে, তার ভিত্তিতেই নম্বর পাবে তারা। আমরা চাই মেধার প্রকৃত লড়াই হোক। কোনো ধরনের দয়া-দাক্ষিণ্য দেখিয়ে অযোগ্যদের পার করে দেওয়ার সংস্কৃতি আমরা বন্ধ করতে চাই। আমরা আর কোনো অটোপাস চাই না।

পড়ুন



সারা বছরই হোক মুমিনের আমল

শিক্ষামন্ত্রী আরো বলেন, আপাতত ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রে বসানো হবে ক্লোজ সার্কিট (সিসি) ক্যামেরা। এই কেন্দ্রগুলো বিশেষভাবে তদারক করা হবে। পর্যায়ক্রমে সব কেন্দ্রে বাধ্যতামূলকভাবে সিসি ক্যামেরা বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে। প্রয়োজনে এবারও আগের মতো ‘হেলিকপ্টার মিশন’ থাকবে।

তাৎক্ষণিকভাবে পরিদর্শন করা হবে দেশের
যেকোনো কেন্দ্র।

এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র বলছে, আসন্ন
এসএসসি-এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষাকে
কেন্দ্র করে দেশজুড়ে নকল ও অনিয়ম
প্রতিরোধে নজিরবিহীন কঠোর অবস্থান নিতে
যাচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। পরীক্ষার স্বচ্ছতা বজায়
রাখতে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি ঘোষণা করেছেন
শিক্ষামন্ত্রী। বিশেষ করে দুর্গম এলাকা, চরাঞ্চল,
উপকূলীয় এলাকা এবং পাহাড়ঘেরা
কেন্দ্রগুলোতে বিশেষ নজর থাকবে। খাতা
মূল্যায়নে কোনো ধরনের অলিখিত দয়া-দাক্ষিণ্য
দেখিয়ে অযোগ্যদের পার করে দেওয়ার সুযোগ
থাকবে না।

পড়ুন



ঢাকায় বজ্রবৃষ্টির শঙ্কা, কমবে তাপমাত্রা

শিক্ষামন্ত্রী এর মধ্যে সব শিক্ষা বোর্ডের কাছে
ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রের তালিকা চেয়েছেন। সেখানে
প্রয়োজনে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হবে।
এর সঙ্গে যুক্ত থাকবে বিশেষ ‘লাইভ মনিটরিং’

সিস্টেম। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকক্ষ থেকে কোনো নির্দিষ্ট কেন্দ্রে অস্বাভাবিক গতিবিধির সংকেত পাওয়া গেলে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রয়োজনে সেখানে পৌঁছে যাবেন শিক্ষামন্ত্রী বা মন্ত্রণালয়ের টিম।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব ও ডিজিটাল জালিয়াতি রুখতে নিরাপত্তার জাল বিছিয়েছে মন্ত্রণালয়। প্রশ্নপত্র মুদ্রণ ও বিতরণের প্রতিটি পয়েন্টে নিরাপত্তাব্যবস্থা কয়েক গুণ বাড়ানো হয়েছে। কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওপর বিশেষ বিধি-নিষেধ আরোপের পাশাপাশি পুরো প্রক্রিয়াটি ডিজিটাল ট্র্যাকিংয়ের আওতায় আনা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, বিএনপির নেতৃত্বাধীন নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর আগামী ২১ এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা।

